নির্বাচন কমিশন বার্তা

www.ecs.gov.bd

৯ম বর্ষ | ৩৮ তম সংখ্যা | এপ্রিল-জুন ২০১৯

ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি ২০১৯

ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ২৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে ভোটারদের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে ভোটারদের তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্যসংগ্রহকারীগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ করছেন। প্রথমধাপে ৬৪ জেলার ১৩৫ উপজেলা/থানায় তথ্যসংগ্রহকারীগণ বাড়ি বাড়ি গমন করেন। তথ্য সংগ্রহের পর নির্ধারিত নিবন্ধন কেন্দ্রে ভোটারের ছবি তোলা, দশ আঙুলের ছাপ নেয়া ও চোখের আইরিশ গ্রহণের কাজ করা হবে। তথ্য সংগ্রহের সময় কোথায় কখন নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে তথ্যসংগ্রহকারীগণ তা ভোটারদের জানিয়ে দিচ্ছেন।

প্রথম পর্যায়ে ২৩ এপ্রিল থেকে ১৩ মে ২০১৯ পর্যন্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ০২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩০৭ জন নাগরিকের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এবারের হালনাগাদ কার্যক্রমে যাদের জন্ম ০১ জানুয়ারি ২০০৪ বা তার পূর্বে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তাদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর মধ্যে যাদের জন্ম ০১ জানুয়ারি ২০০২ বা তার পূর্বে ০২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে তাদের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। যাদের জন্ম ০১ জানুয়ারি ২০০৩ বা তার পূর্বে তাদের ০২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। আর যাদের জন্ম ০১ জানুয়ারি ২০০৪ বা তার পূর্বে তাদের ০২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। এবারই প্রথম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ৪ বছরের তথ্য একসাথে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

হালনাগাদ কার্যক্রমে ভোটার তালিকা হতে নাম কর্তনের জন্য মৃত ভোটারদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এবারের হালনাগাদ কার্যক্রমে প্রথমবারের মতো হিজড়া জনগোষ্ঠী 'হিজড়া' পরিচয়ে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারছেন। সারাদেশে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ৫৩ হাজার ৫১২ জন তথ্যসংগ্রহকারী ভোটার তালিকা হালনাগাদের তথ্য সংগ্রহ করছেন। এবারের হালনাগাদ থেকে ৮০ লক্ষ নতুন ভোটার জাতীয় ডাটাবেজে সংযুক্ত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০১৯ মাস পর্যন্ত ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম চলবে। ৩১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে এবারের হালনাগাদকৃত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নতুন সচিব হলেন জনাব মোঃ আলমগীর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব জনাব মোঃ আলমগীর গত ১০ জুন ২০১৯ তারিখে সচিব হিসেবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে যোগদান করেন। ইতঃপূর্বে তিনি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জনাব মোঃ আলমগীর ১৯৮৬ সালে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেটে চাকরী জীবন শুরু করেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে তিনি দেশে ও বিদেশে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ) এর প্রশাসক এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি দেশ-বিদেশে বহু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনে জনাব মোঃ আলমগীর ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হতে অনার্স এবং ১৯৮৩ সালে একই বিষয়ে এম.এস.এস ডিগ্রী অর্জন করেন। জনাব মোঃ আলমগীর ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক।

এ সংখ্যায় যা আছে

⇨ ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি ২০১৯
⇨ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নতুন সচিব হলেন জনাব মোঃ আলমগীর
⇨ বর্ষবরণ ১৪২৬
⇨ ইসিতে দোয়া ও ইফতার মাহফিল
⇨ একাদশ জাতীয় সংসদের বগুড়া-৬ আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত
⇨ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৯
⇨ রুমিন ফারহানা জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের এমপি নির্বাচিত
⇨ ভুটান নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলের শিক্ষা সফর
⇨ বিদেশ ভ্রমণ
⇨ মাসিক সমন্বয় সভা
⇨ নির্বাচন কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
⇨ নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর
⇨ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ এর বিদায় সংবর্ধনা
⇨ ৫ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের শেষ ধাপে ২০ উপজেলায় ভোটগ্রহণ
⇨ প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

বর্ষবরণ ১৪২৬

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা এবং বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ কে বরণ করে নেয় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। এ উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অডিটরিয়ামে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ সকাল ১০ টায় মাননীয় কমিশন ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মানিত সচিব বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। এরপর মাননীয় কমিশন ও তাঁদের পরিবারবর্গ, কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ও তাদের পরিবারবর্গ পান্তা ইলিশ, মুড়ি-মুড়কি, বাতাসাসহ নানা ধরণের বাঙালি খাবার উপভোগ করেন।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের (তৎকালীন) সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ

বর্ষবরণের মূল অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের তৎকালীন সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ। স্বাগত বক্তব্যের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নৃত্য, দলীয় সংগীত, একক সংগীত, নাটক, কবিতা আবৃত্তিসহ বর্ণাঢ্য আয়োজন মুগ্ধ করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে। দুপুর ১ টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য রাখেন মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম। এর পর মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে শেষ হয় বাংলা বর্ষবরণ ১৪২৬।

ইসিতে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এ দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ রমজান ১৪৪০ হিজরি, ২১ মে ২০১৯ তারিখে নির্বাচন ভবনের ফোয়ারা চত্ত্বরে ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মাহবুব তালুকদার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম কবিতা খানম ও মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাৎ হোসেন চৌধুরী (অব.) উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় সাবেক নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পুলিশ ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি নিয়ে এ দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। নির্বাচন কমিশনের সাবেক মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আব্দুর রউফ ও কয়েকজন সাবেক নির্বাচন কমিশনার, পুলিশের মহাপরিদর্শক, র‍্যাব মহাপরিচালক, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশন বিটের সাংবাদিকবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ইফতার অনুষ্ঠানে সবাইকে অভ্যর্থনা জানান নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের (তৎকালীন) সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ।

ইফতার মাহফিলে মাননীয় কমিশনের সাথে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

একাদশ জাতীয় সংসদের বগুড়া-৬ আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত

একাদশ জাতীয় সংসদের বগুড়া-৬ আসনের উপনির্বাচন ২৪ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জনাব গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ বেসরকারীভাবে সাংসদ নির্বাচিত হন। তিনি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে মোট ৮৯ হাজার ৭৪২ ভোট পান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এস এম টি জামান নিকেতা পান ৩২ হাজার ২৯৭ ভোট। এই আসনের ১৪১ ভোটকেন্দ্রের সবকটিতেই ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ করা হয়। ভোট প্রদানের শতকরা হার ৩৩.৪৫ ভাগ। সকাল ৯ টায় ১৪১টি ভোটকেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে একটানা বিকাল ৫ টা পর্যন্ত চলে। এ নির্বাচনে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের সামনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকেরা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ভোটারদের সহযোগিতা করেন।

বগুড়া সদর উপজেলার ১১ টি ইউনিয়ন এবং ০১টি পৌরসভার ২১ টি ওয়ার্ড নিয়ে বগুড়া-৬ আসন গঠিত। এ নির্বাচনে ০৩ লাখ ৮৭ হাজার ৪৫৮ জন ভোটারের মধ্যে ভোট পড়েছে ০১ লাখ ৩৩ হাজার ৮৭০। এ নির্বাচনে মোট ০৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৯

শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ৫ মে ২০১৯ তারিখে নবগঠিত ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মেয়র প্রার্থী আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাওয়ায় ৩৩টি ওয়ার্ডের এ সিটি নির্বাচনে শুধু কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৫ মে, ২০১৯ সকাল ৮ টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে একটানা বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হয়। এ নির্বাচনে ১২৭ টি ভোটকেন্দ্রের সবগুলোতেই ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ করা হয়। এর আগে ১৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী জনাব ইকরামুল হককে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়র পদে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন উপলক্ষে চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনকে ৩৩টি সাধারণ ওয়ার্ড ও ১১টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে বিভক্ত করে সীমানা সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়।

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএম এ ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে

রুমিন ফারহানা জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের এমপি নির্বাচিত

একাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির একমাত্র প্রার্থী বেগম রুমিন ফারহানাকে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। ১৮ মে ২০১৯ তারিখে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ের পর মনোনয়নপত্র বৈধ হওয়ায় এবং আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় রিটার্নিং কর্মকর্তা বেগম রুমিন ফারহানাকে বেসরকারীভাবে সংসদ সদস্য হিসেবে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

বর্তমান (চলতি) সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসন রয়েছে। জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী একাদশ জাতীয় সংসদের ৪৯টি সংরক্ষিত আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ৪৩ জন, জাতীয় পার্টির ৪ জন, ওয়ার্কার্স পার্টির ১ জন এবং স্বতন্ত্র ১ জন রয়েছেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর অনুকূলে অবশিষ্ট ১টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য গত ০৮ মে ২০১৯ তারিখে নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় ২০ মে ২০১৯, মনোনয়নপত্র বাছাই ২১ মে, ২০১৯ এবং প্রার্থীতা প্রত্যাহার ২৮ মে ২০১৯ এবং ভোটগ্রহণ ১৬ জুন ২০১৯ তারিখ নির্ধারণ করা হয়। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত ২৮ মে তারিখে অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের যুগ্মসচিব ও রিটার্নিং কর্মকর্তা জনাব জনাব মোঃ আবুল কাসেম বেগম রুমিন ফারহানাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেসরকারীভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করেন।

ভুটান নির্বাচন কমিশন প্রতিনিধি দলের শিক্ষা সফর

ভুটান নির্বাচন কমিশনের মাননীয় নির্বাচন কমিশনার Dasho Ugyen Chewang এর নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ১৭-২১ জুন, ২০১৯ শিক্ষা সফরে বাংলাদেশে আসেন। প্রতিনিধিদলকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যাবলী, বাংলাদেশের নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা, নির্বাচনে প্রযুক্তির ব্যবহার, ভোটার রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি, স্মার্টকার্ড প্রস্তুতি ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করা হয়। উল্লিখিত বিষয়ে বাস্তব প্রয়োগ প্রদর্শনের জন্য নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিনিধিদল গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে একটি ভোটকেন্দ্রে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করেন। বাংলাদেশের ভোটার রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের অংশ হিসেবে প্রতিনিধিদলকে সূত্রাপুর থানায় চলমান একটি রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া জাতীয় সংসদ ভবন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ব্যক্তিগত ইচ্ছায় প্রতিনিধিদলকে ইটিআই এর ডরমিটরিতে আবাসন ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষাসফরকালে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব কে এম নূরুল হুদা এবং মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দের সাথে পৃথকভাবে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সৌজন্য সাক্ষাতকালে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে FEMBoSA দেশসমূহের মাঝে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে আন্ত:দেশীয় নির্বাচন কমিশনের মাঝে সম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিক্ষাসফরের শেষে ২০ জুন ২০১৯ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব মহোদয়ের আমন্ত্রণে দেশীয় সংস্কৃতিকে উপজীব্য করে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

বিদেশ ভ্রমণ

জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নেতৃত্বে ০২ সদস্যের প্রতিনিধিদল ১০-১৬ মে ২০১৯ তারিখে ভারতের জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে International Election Visitor Programme উপলক্ষে ভারত সফর করেন। এ সময় জনাব মোঃ আবুল কাসেম, যুগ্মসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, মহাপরিচালক, এনআইডি উইং ও প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা গত ৩১ মে-১৫ জুন ২০১৯ পর্যন্ত World Conference Series 2019 উপলক্ষে United States of America সফর করেন।

জনাব মোঃ আবদুল বাতেন, পরিচালক (অপারেশন্স) ও যুগ্মসচিব, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ গত ০৪-০৫ এপ্রিল ২০১৯ Joint Working Groups of the SOPS Implementation এ অংশগ্রহণের জন্য বেলজিয়াম সফর করেন। এছাড়া তিনি গত ০১-০৩ মে ২০১৯ সময়ে Georgia অনুষ্ঠিত Implementing Return Case Management System (RCMS) এ অংশগ্রহণ করেন।

জনাব মোঃ ইউনুচ আলী, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, খুলনা এবং জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, উপসচিব (চলতি দায়িত্ব), নির্বাচন কমিশন সচিবালয় গত ১৫-১৮ এপ্রিল ২০১৯ সময়ে Election Visit Program in Indonesian Concurrent Election ২০১৯ উপলক্ষে ইন্দোনেশিয়া সফর করেন।

জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম গত ১১-১৫ মে ২০১৯ সময়ে Participating 2019 National and Local Elections Foreign Observation Program উপলক্ষে ফিলিপাইন সফর করেন।

মাসিক সমন্বয় সভা

এপ্রিল-জুন, ২০১৯ সময়ে ০৩ টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং শাখাসমূহের নিষ্পন্ন ও অনিষ্পন্ন কাজের বিবরণ তুলে ধরা হয়। প্রতিটি সভা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এপ্রিল ও মে মাসে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের বিদায়ী সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ এবং জুন ২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোঃ আলমগীর।

সভায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ১৬-২০ তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম, ভোটার তালিকা হালনাগাদ ২০১৯ উপলক্ষে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন, আইবাস++ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন, নবগঠিত ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার বিষয়ে ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধি, অবিতরণকৃত লেমিনেটেড জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকালীন গ্রামীণ ফোনের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণ, মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের নষ্ট সার্ভার ক্রয়/ মেরামত, থানা নির্বাচন অফিস, লালবাগ, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার থানা নির্বাচন অফিস বিকেন্দ্রীকরণ, নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার, মডেল ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ, জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ, নিষ্পত্তি ও মুদ্রণ এবং বিতরণ, জেলা নির্বাচন অফিস হতে হারানো জাতীয় পরিচয়পত্র মুদ্রণ, ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ এবং ই-ফাইলিং-এর ব্যবহার, স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণকালে ফেরতকৃত পেপার লেমিনেটেড জাতীয় পরিচয়পত্রের বিষয়ে নিষ্পত্তিকরণ, নষ্ট জেনারেটরের বিষয়ে নিষ্পত্তিকরণ, জেলা নির্বাচন অফিস ও উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসের জন্য ভবন নির্মাণ, হারানো জাতীয় পরিচয়পত্র এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সামান্য ভুল-ত্রুটি সংশোধনের লক্ষ্যে উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে ভিপিএন কানেকটিভিটি স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

নির্বাচন কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

এপ্রিল-জুন, ২০১৯ সময়ে মাননীয় কমিশনের ০৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ, সচিব মহোদয় এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কমিশন সভা নং-৪৭/২০১৯

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

- ২৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
- ০১/০১/২০০১ এবং ০১/০১/২০০২ বা তার পূর্বে জন্ম গ্রহণকারীদের তথ্য সংগ্রহ করে ০২ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে হালনাগাদকৃত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে।
- জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুবিভাগ হিসেবে রেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধির বিষয়ে মাননীয় কমিশন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কমিশন সভা নং-৪৮/২০১৯

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

- ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা বা নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য অথবা নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারীদের আর্থিক অনুদান বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা, গুরুতর আহতদের জন্য ০৪ লক্ষ টাকা, আহত হয়ে অঙ্গহানী হলে ০২ লক্ষ টাকা এবং আহত ব্যক্তির জন্য ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদানের হার নির্ধারণ করা হয়। পুন:নির্ধারিত এ হার ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

➤ যে সকল নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার হয়েছে, সেসব এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, পর্যবেক্ষক, ভোটার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ইভিএম সংশ্লিষ্ট কারিগরি উপদেষ্টা ও কমিটির সকল সদস্য এবং বিএমটিএফসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে ইভিএম ব্যবহারের উপর সেমিনার আয়োজন করতে হবে।

কমিশন সভা নং-৪৯/২০১৯

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

➤ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় ইংরেজি ভাষা উন্নয়ন কোর্সের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সাথে কোর্স সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনপূর্বক এর গুনগত মান বজায় রাখার জন্য নিবিড় মনিটরিং করতে হবে। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কোর্সের মেয়াদ কমপক্ষে ০২ মাস করতে হবে। এজন্য পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

➤ যে সকল প্রার্থী নির্ধারিত সময়ে নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন জমা দেয়নি এবং সময় বর্ধিত করার জন্য আবেদন করেনি তাদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও অবসর

এপ্রিল-জুন, ২০১৯ সময়ে জনাব মোঃ আলমগীর, সচিব মহোদয়কে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বেগম তমালিকা রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২২ জন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, ০৬ জন অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ০৩ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ০১ জন সহকারী সচিব, ৫৯ জন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এবং ০৩ জন নির্বাচন কর্মকর্তাকে বদলি/পদায়ন করা হয়েছে। ০১ জন কর্মকর্তাকে সিস্টেম এনালিস্ট পদে এবং ১৯ জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/সিনিয়র সহকারী সচিব পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ০১ জন কর্মকর্তাকে সিস্টেম ম্যানেজার পদে, ৪৫ জন কর্মকর্তাকে উপসচিব পদে, ০১ জনকে সিনিয়র রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী পদে এবং ১৫৪ জন কর্মকর্তাকে সিনিয়র সহকারী সচিব পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। জনাব নাজমুল হুদা, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং জনাব ওমর ফারুক, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, বাসাইল, টাঙ্গাইলকে চাকুরী হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

উল্লিখিত সময়ে ৩য় শ্রেণির ০৩ জন, ৪র্থ শ্রেণির ০৪ জন কর্মচারীকে বদলী, ৩য় শ্রেণির ০২ জন ও ৪র্থ শ্রেণির ০১ জন কর্মচারীকে অবসর প্রদান এবং ৩য় শ্রেণির ০৪ জন ও ৪র্থ শ্রেণির ০৯ জন কর্মচারীকে আনুতোষিক ও অবসর প্রদান করা হয়েছে।

৫ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে শেষ ধাপে ২০ উপজেলায় ভোটগ্রহণ

৫ম উপজেলা পরিষদের শেষ ধাপে ১৮ জুন ২০১৯ তারিখে ২০ টি উপজেলায় ভোটগ্রহণ করা হয়। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সকাল ৯টায় শুরু হয়ে একটানা বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ করা হয়। ৫ম ধাপে ৪টি উপজেলায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোটগ্রহণ করা হয়। উপজেলা পরিষদের শেষ ধাপের নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয়ে ১৭ জুন ২০১৯ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোঃ আলমগীর বলেন, নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য এবং সুষ্ঠ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন সব প্রস্তুতি নিয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অতিরিক্ত বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচনে সহিংসতা নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই। নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যা যা করার তার সবই করবে। আশা করছি ৫ম ধাপে ভোটার উপস্থিতি বাড়বে।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের শেষ ধাপের প্রস্তুতির বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করছেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোঃ আলমগীর

২০টি উপজেলার মধ্যে গাজীপুর সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বিজয়নগর, নোয়াখালী সদর ও নারায়ণগঞ্জ বন্দর উপজেলায় ইভিএম পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ করা হয়। এর আগে ৪ ধাপে ১০ মার্চ, ১৮ মার্চ, ২৪ মার্চ ও ৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে দেশের প্রায় সাড়ে চারশো উপজেলায় ভোটগ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে চতুর্থ ধাপে ৩১ মার্চ ৬টি উপজেলায় এবং ৩য় ধাপে ৪টি উপজেলায় ইভিএমে ভোটগ্রহণ করা হয়।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ এর বিদায় সংবর্ধনা

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাবেক সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ এর স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হিসেবে পদায়ন হওয়ায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো হয়। এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি ৩০ মে ২০১৯ তারিখে নির্বাচন ভবনের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। বিদায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোখলেসুর রহমান। অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সচিব মহোদয়কে ক্রেস্টসহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদায়ী সচিব মহোদয়ের কর্মকালের নানা স্মৃতি স্মরণ করা হয়।

প্রশিক্ষণ

নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন নির্বাচনের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এপ্রিল হতে জুন, ২০১৯ সময়ে নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ও মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মধ্যে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সহায়ক কর্মকর্তাসহ ২৫ জনকে ব্রিফিং/প্রশিক্ষণ, ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণের লক্ষ্যে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা ২,৭৪৫ জন, ভোটারদের ইভিএমের মাধ্যমে ভোটপ্রদান হাতে কলমে প্রদর্শনের জন্য ডেমোনেস্ট্রেটর ৩৮১ জন, ভোটগ্রহণের জন্য ভোটার ও ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মক ভোটিংয়ের জন্য ২,৬১৪ জন এবং ইএমএস, সিআইএমএস এর জন্য ২৫ জন ও আরএমএস এর জন্য ২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৫ম পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিভিন্ন পর্যায়ের ১২,৭৪৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৪১ বগুড়া-৬ শূন্য আসনের উপনির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ে ৬,৯৩১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৮টি ব্যাচে ৪৫০ জন কর্মকর্তাকে তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT), ৭৫ জনকে বিভিআরএস সফটওয়্যারের সাহায্যে ডাটা এন্ট্রি ও ডাটা আপলোড সংক্রান্ত প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT), ৪৪,৫২৯ জন তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ এবং ২,৬৬৪ জন রেজিস্ট্রেশন টিমের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

এসময়ে আইবাস++ সফটওয়্যার ও বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ইটিআইতে ০২ দিনব্যাপী ০৩ ব্যাচে ৭৫ জন এবং মাঠপর্যায়ে অঞ্চলভিত্তিক ২১ ব্যাচে ৫৮১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে ভিপিএন ব্যবহার বিষয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৩০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ে অফিস সহায়ক হতে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৩০ জন কর্মচারীকে ১৫ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কোর্স করানো হয়।

প্রকাশনা ও সম্পাদনা: এস এম আসাদুজ্জামান, যুগ্মসচিব (জনসংযোগ); ই-মেইল: asad.bec@gmail.com
নির্বাচন ভবন: প্লট ই, ১৪/জেড-এ, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭, ফোন : ৫৫০০৭৫২০, ফ্যাক্স: ৫৫০০৭৫৬৬, web: www.ecs.gov.bd